সতী-মিলন।

গীতাভিনয়।

" সঙ্গীতকেন রম্যেণ সুখং যস্য ন চেতসি।
মনুষ্যবৃষভো লোকে বিধিনৈব স বঞ্চিতঃ ॥ "

কলিকাতা।

১০৭, শ্যামবাজারষ্ট্রীট, কর-প্রেসে,
শ্রীরাধামাধব কর দ্বারা প্রকাশিত।
শ্রীযদুনাথ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দ ১৭৯৯।

উপহার।

অসেচনক বর।

প্রিয়-সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত লালা বনবিহারী কপূর বাবুকে

" সতী-মিলন "

সাদরে

উপহার স্বরূপ

প্রদত্ত হইল।

বিজ্ঞাপন।

মহাকবি কালিদাস-প্রণীত 'কুমার সম্ভব' নামক গ্রন্থের সার মর্ম্মের সহিত কতিপয় কাল্পনিক ভাব সন্নিবেশিত করিয়া "সতী-মিলন" রচিত হইল। ইহা ইংরেজী 'অপেরার' অনুকরণ। সাধারণ সমীপে গ্রন্থকার রূপে পরিচিত হওয়া লেখকের উদ্দেশ্য নহে। বর্ত্তমান সময়ে যে কয়েক খানি পুস্তক 'গীতাভিনয়' বলিয়া প্রচারিত আছে তাহাদের অধিকাংশই সম্পূর্ণ গীতিময় নহে, সুতরাং 'অপেরা'র প্রণালীতে অভিনয়ের অনুপযোগী; এই পুস্তকখানি বিশুদ্ধ গীতাভিনয়-রূপে অভিনীত হয় ইহাই উদ্দেশ্য।

উর্দ্দু ভাষায় লিখিত 'ইন্দ্রসভা' ও 'মস্নবি' নামক গ্রন্থদ্বয়ের সুর অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থের অনেকগুলি গীতি রচনা করা গিয়াছে। গীতি-সংরচন-কালে ছন্দোনিয়ম সম্যক্ প্রতিপালন অসম্ভব; সুতরাং এই পুস্তকের যে অনেক স্থানেই ছন্দো-নিয়ম উল্লঙ্ঘন করা হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। আপাততঃ এ দেশের সঙ্গীতশাস্ত্রের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এই পুস্তকখানি যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে তাহার আশা করা যাইতে পারে না; তবে অভিনয়-কালে ইহা সহৃদয় দর্শক ও শ্রোতৃবর্গের হৃদয়-গ্রাহী হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা
শকাব্দাঃ ১৭৯৯।
আশ্বিন।

শ্রীদিগম্বর মৈত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।	স্ত্রী।
শিব।	উমা।
নারদ।	জয়া।
হিমালয়।	বিজয়া।
কন্দর্প।	মেনকা।
নন্দী।	রতি।
অঙ্গিরা প্রভৃতি সপ্তর্ষি।	অপ্সরাদ্বয়।
কঞ্চুকী।	পুর-নারীগণ।
প্রমথগণ।	

সতী-মিলন।

গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হিমালয় পুরী।

হিমালয় আসীন।

(নেপথ্যে)

ইমনকল্যাণ—একতালা।

ভজ রে মনঃ নারায়ণ,
বাসুদেব, পুরুষ প্রধান,
ভবভয় হয় নিবারণ,
করিলে যাঁহার স্মরণ।

গুণাতীত গুণ যাঁর,
সর্ব্বাধার, নিরাকার,
নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার;
যোগি-জনারাধ্য, যাঁহার চরণ।
শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বৃষ্টি,
সকলি যাঁহার সৃষ্টি,
তাঁর প্রতি রাখ দৃষ্টি,—
ভুলনা ভুলনা মনঃ।
ভবার্ণব তরিবার,
উপায় নাহিক আর,
সেই মাত্র কর্ণধার,
কাল-ভয় দূর করে যে জন।

(নারদের প্রবেশ।)

হিমালয়। [সসম্ভ্রমে]

ইমন কল্যাণ—ধামার।

প্রণমি হে দেব, তব চরণে,
সার্থক হইল দেহ তব দরশনে।
সার্থক হইল পুরী, সার্থক জীবন,

কৃপা করি নিজ গুণে দিলে দরশন,
বহু দিন পরে হ'ল সার্থক নয়ন।

(নেপথ্যাভিমুখে—)

কে আছ হে, বল শীঘ্র আনিতে আসন।
পাদ্য অর্ঘ্য আদি শীঘ্র আন হে যতনে,
পবিত্র হইল পুরী ঋষি-আগমনে।

নার। শৈলেশ্বর! হোক্ সদা কল্যাণ তোমার,
কায়মনোবাক্যে এই আশীষ আমার।

(ভৃত্যের আসনাদি লইয়া প্রবেশ ও
আসন প্রদান।)

হিমা। কৃপা করি কর, প্রভো, আসন গ্রহণ।

নার। (উপবেশনান্তে)
হে রাজন্ তুমিও কর উপবেশন।

(অর্ঘ্যাদি প্রদানানন্তর হিমালয়ের উপবেশন।)

নার। বল শুনি, মহারাজ, রাজ্যের কুশল।

হিমা। শ্রীচরণ প্রসাদাৎ সকলি মঙ্গল।
দেবর্ষে, কি মনে করি হেথা আগমন?
প্রয়োজন কিম্বা মাত্র দিতে দরশন?

নার। মর্ত্ত্যলোকে মোর কিছু আছে প্রয়োজন,
করিতেছিলাম তাই তথায় গমন,
বহুদিন তব সনে দেখা হয় নাই,
ভাবিলাম এই যোগে দেখা ক'রে যাই।
হিমা। কি সৌভাগ্য! পাইলাম তব দরশন।
আছে, মুনিবর, মোর এক নিবেদন॥

ভূপালী—মধ্যমান।

শুন দেব-ঋষি, বাসনা ক'রেছি মনে,
উপযুক্ত পাত্র পেলে সঁপি তাঁরে উমাধনে;
রূপে গুণে অলঙ্কৃতা, মম দুহিতা,
উপযুক্ত বর তার পাই কেমনে?

(নেপথ্যে)

ইমন ভূপালী—মধ্যমান।

কৈলাস-পতি কৃপা-নিধান কুলেশ্বর,
গিরিশ গঙ্গাধর, বীরেশ বিশ্বেশ্বর;
শম্ভু শশিশেখর, সর্ব্বেশ্বর।

কেদারা—একতালা।

নার। এ সুমধুর স্বরে বল কে গান করে?
সুধা বরষিল যেন শ্রবণ-কুহরে।

(উমার প্রবেশ।)

হিমা। ইনি মোর কন্যা উমা,
(উমার প্রতি) মুনিরে প্রণম গো, মা।
দেবর্ষি নারদ ইঁনি, পূজ ভক্তিভরে।
উমা। (নারদের প্রতি) নমি গো তোমারে।

[প্রণাম করণ]

নার। (স্বগত)
দেব-গণ যাঁর পদ সদা বাঞ্ছা করে,
কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব তাঁহারে?
(প্রকাশ্যে)

কেদারা—মধ্যমান।

ধন্য গিরিরাজ! তব সার্থক জীবন,
বহু-পুণ্য-ফলে তুমি পেয়েছ এ কন্যা-ধন;

তোমার কন্যার বর,
হইবেন মহেশ্বর,
উমা তব শিব-অঙ্ক করিবে শোভন।

হিমা। হেন ভাগ্য কি আমার,
জামাতা হবেন হর!

উমা। ফুল তুলিবারে পিতঃ, করি গো গমন।

নার। বিবাহের কথা শুনে,
লজ্জিতা হইয়া মনে,
ফুল তুলিবার ছলে, করেন গমন;
আমিও বিদায় এবে হই হে রাজন্।

হিমা। শীঘ্র পুনরায় যেন পাই দরশন।

[প্রণাম ও উভয়ের প্রস্থান।]

—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গন্ধর্ব্ব-পুরী ক্রীড়া কানন।

(লতা-মণ্ডপ-মধ্যে রতি আসীনা।)

বেহাগ—একতালা।

রতি। [স্বগত] সে বাঁচে কেমনে,
পতির বিচ্ছেদ, সহে যে জনে।
অনুকূল পতি, সদা থাকি সঙ্গে,
তোষে মোর মন স্মর নানা রঙ্গে,
তিলেক বিচ্ছেদ শেল-সম অঙ্গে
বাজে সঘনে।
কার্য্যবশে পতি ত্রিদশ-আলয়ে
গেলেন, এখনি আসিব বলিয়ে;
এই অল্প কাল তাঁরে না দেখিয়ে
বিকল মনে।

[কন্দর্পের প্রবেশ]

[নিকটে যাইয়া]

এস এস নাথ, বিলম্বে তোমার,
চৌদিক্ দেখিতেছিনু অন্ধকার,
চিন্তাকুল ভাব কেন হে তোমার,
হেরি কি কারণ?

কন্দর্প। প্রিয়ে শুন বিবরণ;
ভয়ানক কাজ, মোরে দেবরাজ,
ক'রেছেন অর্পণ।

বেহাগ—যৎ।

রতি। প্রাণ নাথ! শীঘ্র বলহে আমায়,
কি কাজ দেবরাজ দিলেন তোমায়?
নির্ম্মল বদন-শশী চিন্তা-মেঘে ঢেকেছে,
দেখে এ ভাব তোমার, মন মোর দহিছে,
বল মোরে শীঘ্র আর বিলম্ব না সহিছে,
মরি মরি প্রাণ যায়।

কন্দর্প। তারকাসুরের ভয়ে, ভীত দেবগণ,
ব্রহ্মার নিকটে সবে করিয়ে গমন ;
মরিবে অসুর কিসে জিজ্ঞাসে তাঁহায়,
ব'লে দেন পিতামহ তাহার উপায়।
রতি। মরিবে অসুর, তবে ভাব কি কারণ ?
কন্দ। অতঃপর শুন প্রিয়ে সব বিবরণ।
সতী-শোকে পশু-পতি, মগ্ন সদা ধ্যানে,
সে ধ্যান ভাঙ্গিতে হবে মোরে পঞ্চবাণে;
শৈল-সুতা উমা, তাঁরে পতি-লাভ-আশে,
ভক্তি ভাবে পূজা সদা করে কৃত্তিবাসে ;
এ দোঁহার সম্মিলনে জন্মিবে যে বীর,
বিনাশি অসুরে, সুরে করিবে সুস্থির।
না ভাঙ্গিলে শিব-যোগ হবেনা মিলন,
পালিতে দেবের আজ্ঞা করিব গমন।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

রতি। একি কথা বলিলে হে নাথ,
শুনিয়ে প্রাণ কেমন করে;

যোগীশ্বর-যোগ তুমি ভাঙ্গিবে হে পঞ্চশরে !
রুষ্ট যদি হন শিব, ঘটিবে তব অশিব,
যেওনা হে প্রাণনাথ, বিনয় করি পায়ে ধ'রে।

সিন্ধুড়া—ধামার।

কন্দ। প্রতিজ্ঞা করেছি আমি,
দেবগণ নিকটে যখন,
অবশ্য তা' করিব পালন।
ভাঙ্গিতে হরের ধ্যান, যায় যদি মোর প্রাণ,
তথাপিও করিব গমন।
প্রেয়সি ! বলি তোমায়, দেবতা যার সহায়,
তার ভয় আছে কি কখন ?

খাম্বাজ—আড়াখেমটা।

রতি। হে কান্ত ! একান্ত যদি যাইবে সেথায়,
পায়ে ধরি সঙ্গে করি নিয়ে যাও আমায়।
তিলেক বিচ্ছেদে পতি, পাগলিনী হয় রতি,
করি তার এ দুর্গতি, যাইবে কোথায় ?

অস্ত গেলে দিনমণি, মুদে দেখ কমলিনী,
মণিহারা হ'লে ফণী, প্রাণে ম'রে যায়।

সিন্ধুড়া—ধামার।

কন্দ। একান্ত প্রিয়ে যাবে যদি মোর সনে,
চল করি হে গমন ;
বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
বসন্তে লইয়া সঙ্গে, যাই চল চতুরঙ্গে,
দেব-কার্য্য করিতে সাধন।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হিমালয়ের উপত্যকা।

(অপ্সরা-দ্বয়ের প্রবেশ।)

সিন্ধুকাফি—খেমটা।

১মা। প্রফুল্ল দেখি সখি! তোমাকে আজ
কি কারণ?
বল কি সুখ-সলিলে তুমি হ'লে মগন!
তারকাসুরের (সখি লো) ভয়ে ভীত
অতি দেবগণে,
সুখের লেশ-মাত্র নাহিক কাহার মনে।

২য়া। সে ভয় যা'বার উপায় এত দিনে হইয়াছে,
শুনে এলাম আমি সে কথা শচী দেবী'-
কাছে
মরিবে অসুর [সখি লো] সুখী হবে
পুনঃ দেবগণে;

প্রফুল্ল আমারে সই, দেখিছ আজ সে
কারণে।

১মা। অসুর-ভয়ে শচী-পতি সদা সশঙ্কিত ;
অবাধে স্বর্গসুখে ক'রেছে দেবে বঞ্চিত।
এ শুভ দিন [সখি লো] সখি বলনা কবে
হইবে,
নির্ভয় অমরাবতী হইয়ে সুখে ভাসিবে।

২য়া। দেব-দেব মহাদেব সতী-শোকে মগ্ন
ধ্যানে,
ভাঙ্গিবে সে ধ্যান কন্দর্প তাঁর পঞ্চ-বাণে
পরে উমা সনে [সখি লো] শিবের
মিলন হইবে।
তাহে জন্মিয়ে পুত্র তারকাসুরে নাশিবে।

খাম্বাজ—খেমটা।

১মা। সখি! কি সুখের কথা শুনালি আজ
মোরে,
শুনে ভাসিল মোর মন আনন্দ সাগরে।
পুনঃ নন্দন-বনে, সুখে শচী দেবী সনে,
ভ্রমিব, গাইব, নাচিব, সখি প্রেম-ভরে।

(নৃত্য)

২য়া। ঐ দেখ সখীসনে, উমা আসিছে এখানে,
যাইছে আশুতোষে পূজা করিবার তরে।
১মা। চল সখি এখন, কুসুম করি চয়ন,
গাঁথি মালা চিকণ, পূজিব সব অমরে।

[নৃত্য ও প্রস্থান]

—

[উমা ও জয়া বিজয়ার প্রবেশ এবং পুষ্প-চয়ন]

বেহাগ—একতালা।

জয়া। ফুল করিয়ে চয়ন ;
ভক্তি ভরে, মহেশ্বর-পদে, করগো অর্পণ।
অনুকূল সব দেব তোমা প্রতি,
অবশ্য মহেশ, হ'বে তব পতি,
চল সখি সেথা যাই শীঘ্র-গতি,
যথা ত্রিলোচন।
উমা। যোগীশ্বর বসি' মহা যোগাসনে,
ভয়ে সেথা যেতে নারে দেব গণে ;
বলনা সজনি যাইব কেমনে,
ব্যাকুল হতেছে মন।

জয়া। যাঁর নাম নিলে ঘুচে ভব ভয়,
তাঁর কাছে যেতে কেন কর ভয়,
অবশ্য শঙ্কর হবেন সদয়,
হেরিলে ও বদন।

বিজ। জনক জননী তোমারে আদেশ
ক'রেছেন, পূজা করিতে মহেশ;
ভাবীপতি তব, জানহ ভবেশ;
তবে ভয় কি কারণ?

উমা। সদাশিব হইবেন মোর পতি,
হব কি সজনি হেন ভাগ্যবতী?

বিজ। এ আশা তোমার সফল পার্ব্বতি!
ক'রিবেন ত্রিলোচন।

জয়া। ফুল হ'লো চয়ন;
বিলম্বে কি ফল, চল সখি চল,
মহাদেবে করিতে অর্চ্চন।

[পটোত্তোলন।]

(প্রমথগণ-বেষ্টিত যোগাসনে শিব আসীন,
উমা ও জয়া বিজয়ার অগ্রসর
হওন।)

সিন্ধুড়া—ধামার।

নন্দী। ললনে! কি মনে এখানে করিলে আগমন,
বল কি আছে প্রয়োজন।
সদাশিব এই খানে, নিয়ত মগন ধ্যানে,
ভয়ে নাহি আসে দেবগণ।
হ'লো নাকি ভয় প্রাণে, প্রবেশিতে এইখানে,
ভীত যথা যক্ষ রক্ষোগণ।

সিন্ধু কাফি—আড়াঠেকা।

জয়া। শুন প্রমথ-প্রধান, বলিহে আমি তোমারে,
[উমাকে দেখাইয়া] হিমালয়-কন্যা ইনি,
বাঞ্ছা শিবে দেখিবারে।
এনেছেন বিল্বদলে, পূজিতে পদযুগলে,
দেহ অনুমতি, যাই পশুপতি পূজিবারে।
নন্দী। শিব-অনুমতি বিনে, আমি বলিতে
পারিনে,

অপেক্ষা কর এখানে, জিজ্ঞাসি আসি
তাঁহারে।

বিজ। যাও তবে ত্বরা ক'রে আশুতোষে
সুধিবারে,

এ মিনতি, পশুপতি দেন দেখা গিরি-
জারে।

নন্দী। [শিবের নিকট অগ্রসর হইয়া করপুটে]

বেহাগ খাম্বাজ—ঠুংরী।

আশুতোষ, মহেশ, কৈলাস-পতি,
তব দাস, করে ও পদে মিনতি,

শিব। [নয়নোন্মীলন।]

নন্দী। হিমালয়-কন্যা দুই সখী সনে,
অভিলাষিণী ও পদ দরশনে ;
আনিয়াছে তুলি ফুল-বিল্বদলে,
বাঞ্ছিতা পূজিতে ও পদ-যুগলে ;
আছে আশা-পথ করি নিরীক্ষণ,
হইলে আদেশ করে আগমন।

শিব। [ইঙ্গিতে অনুমতি প্রদান।]

নন্দী। [প্রত্যাগমন করিয়া]

অনুমতি সবে দিলেন মহেশ,
যাও শীঘ্র-গতি পূজিতে ভবেশ।

উমা। বাসনা পূরিল, কৃপাতে তোমার ;
থাক সুখে সদা কামনা আমার।

[সখীদ্বয় সহ শিব-সমীপে আগমন ও পূজন]

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সকলে। জয় শিব শঙ্করহর ত্রিপুরারি ;
পাশী পশুপতি পিনাক-ধারী।
মৌলি বিরাজিত, বিভূতি-ভূষিত,
রজত-গিরি-নিভ, অঙ্গ সুশোভিত ;
শিরে জটাজূট, কণ্ঠে কালকূট,
সাধক-জনগণ-মানস-বিহারী।
ত্রিলোক-নাশক, ত্রিলোক-তারক,
পরাৎপর প্রভু, মোক্ষ-বিধায়ক।

করুণ নয়নে, হের ভকত জনে,
ল'য়েছি শরণ পদে তোমারি।

হাম্বীর—মধ্যমান।

শিব। শুন বরাননে! আসিলে মোর কাছে
করিয়া কি মনে।
কিবা অভিলাষ ক'রে, আসি এ পর্ব্বতোপরে,
পূজা করিছ আমারে, বল কি কারণে?

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালি।

জয়া। শুন দয়াময় আমি করি নিবেদন,—
হিমালয়-সুতা উমা আগম-কারণ।
প্রতি দিন প্রভু তব পূজা লাগিয়ে
বারি কুশ কুসুমাদি দিতে আনিয়ে,
আর করিবারে তব বেদি মার্জ্জন,
এই আশে গিরিজার হেথা আগমন।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

শিব। [উমার প্রতি] একান্ত এ সাধ যদি
হ'য়ে থাকে মনে,
করিলাম অনুমতি তোমারে ললনে।

নন্দী। [স্বগত] বাঞ্ছা-কল্পতরু বলি,' তাই সর্ব্বজনে,
ডাকে সদাশিবে জীবে ইহার কারণে।

[পটক্ষেপণ।]

দৃশ্য—বসন্ত কাল।

[কন্দর্প ও রতির প্রবেশ।]

পরজবাহার—যৎ।

কন্দ। প্রেয়সি ! দেখ হে কেমন আজ,
অসময়ে প্রকৃতিরে সাজায়েছে ঋতুরাজ।
কোথা বিকসিত কলি,
দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে অলি,
আসিতেছে হইয়া আকুল ;
দেখ কিবা নব নব,
তরুতে শোভে পল্লব,
কোথাও বা শোভিছে মুকুল।

বহন করি সুগন্ধ,
আহা কিবা মন্দ মন্দ,
বহিতেছে মলয় পবন ;
দেখ প্রিয়ে ! মৃগকুল,
সৌরভে হ'য়ে আকুল,
চারি দিকে করিছে ভ্রমণ।

শাখী'পরে শুকশারী,
বসি' কিবা সারি সারি,
করিতেছে প্রেম-আলাপন ;
মরি কিবা মনোহর,
তুলিয়া পঞ্চম স্বর,
গাইতেছে মত্ত পিকগণ।

বুঝি তব মুখশশী,
দেখিবে বলি' প্রেয়সি,
আনন্দিত বনস্থলী আজ ;
তাই করিয়ে যতন,
ল'য়ে কুসুম-রতন,
করিয়াছে মনোহর সাজ।

[রতিকে চিন্তাকুল দেখিয়া—]

এ কি কেন তব বিরস বদন !
কি লাগিয়া অশ্রুপূর্ণ তোমার ও চারু লোচন।
নির্ম্মল ও মুখ-শশী,
চিন্তা-রাহুতে প্রেয়সি,
বল না গ্রাসিল কি কারণ ;
বিষণ্ণ দেখি তোমায়,
চারি দিক্ শূন্য প্রায়,
দেখিতেছে আমার নয়ন।

—

পরজ—কাওয়ালি ।

রতি। নাথ ! তুমি জান ত কারণ ;
কেন আমার মন উচাটন।
ঋতুরাজ অসময়ে, কেন এখানে আসিয়ে,
সাজালেন বনস্থলী বল কি কারণ।
ল'য়ে তুমি শরাসন, যে কার্য্যে কর গমন,
সেই ভাবনাতে মোর ব্যাকুলিত মন।

শুন বলি প্রাণনাথ, যাত্রাকালে অকস্মাৎ
নানা অমঙ্গল চিহ্ন ক'রেছি দর্শন।
দক্ষিণ আঁখি আমার, নাচিতেছে বার বার,
তাই বলি প্রাণনাথ, ক'রোনা গমন।
[সানুনয়ে] নাথ শুন হে বারণ,
তোমার ধরি হে চরণ,
রাখ দাসীর বচন।

পরজ—আড়াঠেকা।

কন্দ। [রতির হস্ত ধারণ]
কি লাগি ভেবে তুমি হ'তেছ আকুল;
কি ভয় তাহার যার দেব অনুকূল।
চল প্রেয়সি! এখন, করি হে গমন,
ভাঙ্গি ধ্যান তুষি দেবকুল।
[উভয়ের প্রস্থান।]

পটোত্তোলন।

দৃশ্য—বসন্তকাল। বীরাসনে শিব; সম্মুখে
পূজরতা উমা ও সখীদ্বয় দণ্ডায়মান।
অদূরে প্রমথগণ।

জংলা ভূপালী—একতালা।

উমা। মহাদেব দীন দয়াল,
কৈলাসপতি ভকত-বৎসল,
মহাযোগিবর জটাধর,
পশুপতি হর।
বামদেব বিরূপাক্ষ, বিশ্বনাথ বিশালাক্ষ,
ত্রিগুণ ধারক, ত্রিতাপ নাশক,
শিব বিশ্বেশ্বর;
কৃপানিধান কৃপাসিন্ধু, দীনতারণ দীনবন্ধু,
বিতরি প্রভো কৃপাবিন্দু,
বাঞ্ছা পূর্ণ কর।

(একান্তে কন্দর্প ও রতির প্রবেশ।)

মালকোষ—আড়াঠেকা।

শিব। সুন্দরি! সন্তোষ পাইলাম পূজনে;
মনোমত পতি লাভ কর বরাননে।

কন্দ। [স্বগত] এই অতি শুভক্ষণ, করিতে কার্য্যসাধন,
দেখি কি করিতে পারে মম শরাসনে?
(শরসন্ধান)

(শিবকে প্রণাম করিয়া পদ্মবীজ-মালা প্রদানে উন্মুখী উমার হস্ত হইতে মালা গ্রহণার্থ শিবের হস্ত প্রসারণ।)

কন্দ। [স্বগত] বিলম্বে কি প্রয়োজন,
ছাড়ি বাণ সম্মোহন,
পূর্ণ মনোরথ এবে করি, দেবগণে।
ভাঙ্গিয়ে হরের ধ্যান পরম যতনে।
(শরক্ষেপণ)

(শিব ও উমার পরস্পর সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টি-পাত ও শূন্য হইতে পুষ্প-বর্ষণ।)

(জয়া বিজয়ার প্রতি জনান্তিকে)

কালেংড়া—খেমটা।

দেখ সখি! কেমন দুজনে পরস্পরে,—
উভয়ে উভয়-মুখ হেরিছে প্রেম-ভরে।

উদয় হইলে শশী, যথা কুমুদী রূপসী,
সেইরূপ উমা আজ, প্রমোদিতা অন্তরে।

সারঙ্গ—কাওয়ালি।

শিব। [স্বগত] আমার কেন এমন হইল !!
বিচলিত মন, হইল কি কারণ,
শরীর শিহরিল !!!
(পশ্চাৎ দৃষ্টিকরতঃ কন্দর্পকে দেখিয়া প্রকাশ্যে)
রে স্মর পামর ! মোর যোগ ভঙ্গ কর,
ফল ভোগ কর তার।
[আকাশে]
ক্রোধ সংহর; প্রভো ক্রোধ সম্বর ;
হায় কি হইল ! হর-কোপানলে মদন
পুড়িল !!!!
(বিদ্যুদ্বৎ অগ্নি প্রকাশ ; পলায়নোন্মুখ
কন্দর্পের পতন; তদ্দৃষ্টে রতির মূর্চ্ছা।)
[ইঙ্গিতে প্রমথগণকে আসিতে বলিয়া শিবের
প্রস্থান, তদ্দৃষ্টে উমা ও সখীদ্বয়ে-
রও প্রস্থান।]

রতি। [চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া কন্দর্পের মৃত দেহের নিকট গমন]।

দেশ জংলা—কাওয়ালি।

কোথায় গেলে প্রাণনাথ! ছাড়িয়ে আমায়।
ভাঙ্গিতে হরের ধ্যান, হারা'লে আপন প্রাণ,
এ সময়ে দেবগণ, রহিল কোথায়?
উঠ উঠ প্রাণেশ্বর, একি সাজে হে তোমার,
কুসুম-শয়ন ছাড়ি, পতিত ধরায়।
দেখিয়া তোমার বর্ণ, লজ্জিত হ'ত সুবর্ণ,
সে বর্ণ বিবর্ণ আজ, কেন হ'লো হায়!
করিয়ে ফুল চয়ন, গাঁথি মালা সু-চিকণ,
দিব আর প্রাণনাথ, কাহার গলায়!
কেন হে অমর কুল, হ'য়ে সবে প্রতিকুল,
বিধবা করিলে মোরে, মরি প্রাণ যায়।
হারা হইয়ে মদনে, কাজ কি ছার জীবনে,
প্রবেশি অনলে আমি ত্যজিব এ কায়!

[আকাশে।]

জয় জয়ন্তী—একতালা।

ধৈর্য্য ধর রতি; পাবে প্রাণপতি,
কিছু দিন পর।
শিবের সহ যখন, উমার হবে মিলন,
নিশ্চয় প্রাণ তখন, পাবে পুনঃ স্মর।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[হিমালয় পর্ব্বত; দেবদারু বৃক্ষ-মূলে
বেদিকোপরি আসীনা উমার
সন্নিকটে জয়া বিজয়া
দণ্ডায়মানা।]

সিন্ধু কাফি—আড়াঠেকা।

জয়া। এরূপ কঠিনব্রত, কত বা আর করিবে,
শুকা'ল কোমল কান্তি, ভাবনা
করিয়ে শিবে,
অনশনে দিন দিন, হইতেছে তনু ক্ষীণ,
হ'লে দেহ প্রাণ-হীন, তবে কি দয়া
হইবে?
জানিনু সখি এখন, দয়ালু তিনি যেমন,
কৃপাময় ব'লে তাঁকে, ডাকে কেন
জীবে।

বেহাগ—কাওয়ালি।

উমা। বৃথা এরূপ আমার, বৃথা এ যৌবন,
না হইল বিমোহিত যদি পতি-মন,
রত্ন অলঙ্কারে আর,
প্রয়োজন কি আমার,
আশাতে নৈরাশ্য সখি! হইল যখন।
শুন সখি বলি সার,
প্রতিজ্ঞা এই আমার,
শিব-ব্রতে ব্রতী রব যাবৎ জীবন।

বিজ। জানিতাম দয়াময়, দেব ত্রিলোচন,
বুঝিলাম এইবারে, দয়ালু যেমন।
রাজ-সুখ পরিহরি, গৈরিক বসন পরি
হ'য়েছেন পঞ্চতপা, তাঁহার কারণ,
তথাপি মনের সাধ, হ'লোনা পূরণ।

জয়া। [নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া]

বেহাগ—খাম্বাজ—কাওয়ালি।

দেখ, সখি! ব্রহ্মচারি একজন
করিছেন এই দিকে আগমন

উঁহাকে দেখিয়ে হেন মনে লয়,
এল' কোন দেব, হইয়ে সদয়।

(ব্রহ্মচারি-বেশে শিবের প্রবেশ; সকলের
সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান ও উপবেশনার্থ
আসন প্রদান।)

বিজ। কর গো! প্রভো আসন গ্রহণ,

(ব্রহ্মচারীর উপবেশন)

উমা। (সখীপ্রতি) আন জয়া শীঘ্র পূজোপ-
করণ।

(জয়ার পাদ্য-অর্ঘ্যাদি আনয়ন ও তদ্দ্বারা উমার ব্রহ্ম-
চারীর অর্চ্চনা)।

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

ব্রহ্ম। এ বয়সে কি মানসে, ত্যজি গৃহবাসে,
তাপসী হইলে শুভে! বল কোন আশে?
গৃহ-সুখ পরিহরি, তাপসীর বেশ করি,
কি দুঃখে বল সুন্দরি এলে বন-বাসে।

উমা। (জয়ার প্রতি জনান্তিকে)

ভৈরবী—যৎ।

সুধিছেন যাহা অতিথি ব্রাহ্মণ,
বল প্রকাশিয়ে সব বিবরণ।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

জয়া। শুন করি নিবেদন,
শৈল-সুতা উমা আসি বনে যে কারণ,
তপস্যায় সমপিল মন।
পশুপতি হবে' পতি, মনে করি আশ,
থাকিতেন যেথা, যোগাসনে কৃত্তিবাস,
পরে স্ব-নয়নে দেখি মদন-দহন,
বুঝিলেন মনো-আশা হ'লোনা পূরণ।
মনে মনে শিবে করি পতিত্বে বরণ,
করিলেন তপস্যায় সন্নিবেশ মন।

রামকেলী—কাওয়ালি।

ব্রহ্ম। বল কি গুণ শিবের দেখিয়া
পতিত্বে বরিতে মন হ'ল ?

অহি ভূষণ যার, কণ্ঠে হলাহল,
ত্যজিয়ে চন্দন, অঙ্গে ভস্ম লেপন,
করিবে কেমনে বল বল।
সদা ভূত-গণ সঙ্গে করে ভ্রমন,
কপালে যার জ্বলে অনল,
নাহি কোন বাস, শ্মশানেতে নিবাস,
পরে যে জন বাঘ-ছাল,
নাম বটে শিব, কার্য্য সদা অশিব,
তাহাকে বরিয়ে কি ফল ?

—— ·

ভৈরবী—পোস্তা।

উমা। নিন্দা করে শঙ্করে, তাঁরে জানেনা যে জন,
পূজে তাঁহার পদ যত দেবগণ।
নাহি নিবাস, শ্মশানে বাস,
তবু ত্রিলোক-স্বামী বলে সর্ব্বজন ;
ভস্ম চন্দন জ্ঞান সমান।

কে আছে নির্ব্বিকার তাঁহার মতন,
সখি! এখানে থাকি কেমনে?
মহাদেবের নিন্দা করিগো শ্রবণ!
চল হেথা হ'তে, করি গমন,
বড়ই চপল ঐ অতিথি ব্রাহ্মণ।

(জয়া-বিজয়া-সহ প্রস্থানোন্মুখী উমার সম্মুখে ব্রহ্মচারীর বেশ পরিবর্ত্তন ও শিব-বেশে উমার হস্তধারণ)

সিন্ধুভৈরবী—ঠুংরি।

জয়া বিজয়া। (করযোড়ে) জয় শিব শঙ্কর,
যটিল দিগম্বর, মহাযোগী মহেশ্বর।
পাপ-বিনাশক, মোক্ষ-বিধায়ক,
আশুতোষ স্মর-হর।
মুক্তি-জ্ঞান-দাতা, সর্ব্বজীব-ত্রাতা,
শম্ভু বৃষেশ বাহন।
সর্ব্ব-দুঃখ-হর, হর শুভঙ্কর,
চন্দ্র-চূড় ত্রিলোচন।

ত্রিশূল-ধারক, ত্রিতাপ-নাশক,
মহাদেব বিশ্বেশ্বর।
জয় শশি-শেখর, সর্ব্ব গুণাকর,
নিজগুণে কৃপা কর।

সাহানা—কাওয়ালি।

শিব। [উমাপ্রতি]
আমায় ক্ষমা কর বরাননে!
পেয়েছ যত দুঃখ আমার কারণে;
বিলম্বে কি প্রয়োজন করহ বরণ,
সাক্ষী রাখি' সখীগণে।

ভৈরবী—কাওয়ালি।

উমা। [জয়ার প্রতি] সখী মোর এই আকিঞ্চন,
পিতা মোরে সদাশিবে করেন অর্পণ।
জয়া। (করযোড়ে শিবের প্রতি)
হিমালয় কাছে প্রভো করুন গমন।
সাদরে উমায় তিনি করিবেন অর্পণ।

টোড়ী—কাওয়ালি।

শিব। সবে গৃহে করহ গমন।
ত্বরায় করিব অভীষ্ট পূরণ।

[উমা ও জয়া বিজয়ার প্রণামানন্তর প্রস্থান এবং
শিবের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিমালয়ের অন্তঃপুর।

হিমালয় ও মেনকা আসীন।

দেশ খাম্বাজ—কাওয়ালি।

মেন। আর উমা মোর বল কত কাল,
এরূপ কঠিন ব্রত আচরি' আরাধিবে
মহাকাল,

ত্যজি'গৃহ-সুখ, ধরি' তাপসীর বেশ,
নিরন্তর পূজা উমা, করিছে মহেশ,
পাইয়ে ক্লেশ সোণার বরণ হ'ল কাল।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

ভৈরবী—যৎ।

কঞ্চু। মহারাজ-সহিত সাক্ষাৎ কারণ,
আছেন দাঁড়াইয়ে সপ্তর্ষি গণ।

হিমা। শীঘ্র করিয়া করহ গমন,
সাদরে তাঁদের কর আনয়ন।

(কঞ্চুকীর প্রস্থান।)

মেন। সহসা আজি কেন ঋষি-গণ,
করিলেন এখানে আগমন?

(কঞ্চুকীর সহিত অঙ্গিরাপ্রভৃতি সপ্তর্ষির প্রবেশ।)

[হিমালয় ও মেনকার সসম্ভ্রমে উত্থান]

ঋষিগণ। মঙ্গল হউক তোমার রাজন্,

হিমা। বন্দি আমি সব ঋষির চরণ,

কৃতার্থ হ'লেম পেয়ে দরশন,
করুন সকলে আসন গ্রহণ।

[ঋষিগণের উপবেশন]

অঙ্গি। নৃপতে ! তুমি করি' উপবেশন,
শুন যাহা আমাদের আকিঞ্চন।

হিমা। অনুমতি করুন কি প্রয়োজন,
প্রাণপণে আজ্ঞা করিব পালন।

বিভাষ—একতালা।

অঙ্গি। শুন হে ভূধর, উমাকে তোমার,
মহাদেবে দান কর।
উমা বধূ, আপনি দাতা,
আমরা যাচক, শম্ভু বর।
গৌরব এ হ'তে, আর পৃথিবীতে,
আছে কি হে নৃপবর।

ভৈরবী—যৎ।

হিমা। [মেনকার প্রতি]

প্রিয়ে! ঋষি-বাক্য করিলে শ্রবণ,
প্রকাশিয়ে বল তব ইচ্ছা এখন।

মেন। কৈলাস-পতি মোর জামাতা হবে'
এ অপেক্ষা সুখ আছে কি ভবে?

হিমা। [ঋষিগণের প্রতি]
বলুন কবে হইবে শুভক্ষণ,
মহাদেবে উমা করিতে অর্পণ।

অঙ্গি। চতুর্থ দিবসেতে শুভক্ষণে,
দান করিও শিবে উমা-ধনে।
বিদায় আমরা হই এক্ষণে,
দিতে সংবাদ দেব ত্রিলোচনে।

(হিমালয় ও মেনকার প্রণাম এবং ঋষিগণের প্রস্থান।)

হিমা। সভাতে প্রিয়ে আমি যাই এখন,
করিতে বিবাহের আয়োজন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হিমালয়ের অন্তঃপুরস্থ পথ।

(পুরনারী দ্বয়ের প্রবেশ)

খাম্বাজ—দাদরা।

১মা। আহা! সখি শিবে দেখিয়া জুড়া'ল নয়ন,
যেমন উমা সোনার প্রতিমা (সখি)
তেমনি বর ত্রিলোচন।

২য়া। ইঁনি ক্রোধ-পরায়ণ হইয়ে কথন,
মদনে করে'নি দাহন ;
মোর বোধ হয়, দেখিয়ে উহায়
(সে) লজ্জায় ত্যেজেছে জীবন।

১মা। চন্দ্র-শেখর রূপ মনোহর,
দেখি' বিমোহিল মনঃ।

হর-গৌরী রূপ নেহারি
[চল] সফল করি গে জীবন।

(প্রস্থান।)

(নন্দী সহ মিষ্টান্ন হস্তে প্রমথগণের প্রবেশ)

অহং জঙ্গলা—দাদরা।

নন্দী। চল ভাই সবে মিলি করি গমন,
করিবারে যুগল রূপ দরশন।

১ম প্রমথ। [মিষ্টান্ন দর্শাইয়া ভঙ্গী সহকারে]
এ মিষ্টান্ন ছেড়ে, কি কোথাও
যাওয়া যায়,
খেয়ে নিই দাঁড়া ভাই, ধরি তোর
পায়।

২য় ঐ। [ভঙ্গী সহকারে]
আহা মরি, কি মাধুরী, এই কচুরীর,
খেলে হয়, পাপ ক্ষয়, নির্ম্মল শরীর।

৩য় ঐ। [ভঙ্গী সহকারে]

এ মিঠাই, কোন ঠাঁই, দেখিতে না পাই,
শেষে যেতে হয় যাব, আগে আমি খাই।

(ভক্ষণ)

৪র্থ ঐ। [ভঙ্গী সহকারে]

মনোহরা, মনোহরা, দেখি তোমারে,
সাধ নিরন্তর রাখি, হৃদি মাঝারে।

৫ম ঐ। [ভঙ্গী সহকারে]

অমৃতভরা অমৃতী যে গ'ড়েছে ভাই,
ম'রে যাই আমি তার লইয়ে বালাই।

(সকলের ভক্ষণ)

সকলে। চল ভাই! শীঘ্র যাই, যথা ত্রিলোচন,
করিবারে যুগল রূপ দরশন।

(নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিমালয়ের অন্তঃপুর—কৌতুকাগার।

পুরনারী-গণ-বেষ্টিত শিব ও উমা আসীন।

(অপ্সরাদ্বয়ের প্রবেশ)

ভৈরবী—কাওয়ালি।

১মা। সই আজি মনোসাধ পূরিল,
কৈলাস-পতি-বামে উমা-সতী শোভিল।
হর হবেন পতি, আশাতে যেমন,
করিয়াছিলেন উমা, ব্রত আচরণ,
এত দিন পরে, সে তপস্যার,
ফল ফলিল।

(নৃত্য।)

২য়া। রজত-গিরি-সম শিব যেমন,
সুবর্ণ-লতিকা উমা ও তেমন,
আমরি ! যেন মণি কাঞ্চনে মিলিল।

(নৃত্য ও পুষ্পবৃষ্টি।)

(প্রমথগণের প্রবেশ ও প্রণাম)

সিন্ধু ভৈরবী —একতালা।

প্রমথগণ। জয় শিব শুভঙ্কর, জয় শিবে শুভ-
ঙ্করী,
জয় হর জগত-পতি, জয় গৌরী
জগদীশ্বরী।

নন্দী। গিরিজা-পতি, জীবের গতি,
শম্ভু ত্রিপুরারি;
মোক্ষ-দায়িনী, কালবারিণী,
উমা মহেশ্বরী।

প্রমথগণ। জয় শিব শুভঙ্কর [ইত্যাদি]।

নন্দী। জ্ঞান-আলোকে, সকল লোকে(র)
তমোদূর করি।
দুঃখ সংহর, সুখ বিতর,
এই ভিক্ষা করি।

(যবনিকা পতন।)

সমাপ্ত।